মামলুকাতুল্লাহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২৮

(১)সাব্বাতের পরে সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলায় মগ্‌দলিনি মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরটি দেখতে গেলেন। (২)আর তখন সেখানে প্রবল ভূমিকম্প হলো; কারণ বেহেস্ত থেকে আল্লাহর একজন ফেরেস্তা নেমে এসে পাথরটি সরিয়ে দিয়ে তার ওপর বসলেন। (৩)তার চেহারা ছিলো বিদ্যুতের মতো এবং জামা-কাপড় ছিলো ধবধবে সাদা। (৪)তার ভয়ে পাহারাদাররা কাঁপতে কাঁপতে মরার মতো হয়ে পড়লো।

(৫)কিন্তু ফেরেস্তা মহিলাদের বললেন, "ভয় পেয়ো না। আমি জানি, তোমরা তো সেই হযরত ইসা আ.কে খুঁজছো, যাঁকে সলিববিদ্ধ করা হয়েছে। (৬)তিনি এখানে নেই। তিনি যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবেই উঠেছেন। এসো, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন, সেই জায়গাটি দেখো। (৭)আর তাড়াতাড়ি গিয়ে তার হাওয়ারিদেরকে বলো, 'তিনি মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তোমাদের আগেই গালিলে যাচ্ছেন। সেখানেই তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।' এটাই তোমাদের কাছে আমার সংবাদ।" (৮)সুতরাং তারা ভয়ে ও মহানন্দে তাড়াতাড়ি কবর ছেড়ে এলেন এবং তাঁর হাওয়ারিদেরকে বলার জন্য দৌড়ে গেলেন।

(৯)হঠাৎ করে হযরত ইসা আ. তাদের সামনে এসে বললেন, "আসসালামু আলাইকুম!" তখন তারা তাঁর কাছে এসে নতজানু হয়ে তাঁর পা ধরলেন এবং তাঁকে সম্মান জানালেন।

(১০)অতঃপর হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "ভয় করো না। যাও এবং গিয়ে ভাইদের গালিলে যেতে বলো; সেখানেই তারা আমাকে দেখতে পাবে।"

(১১)তারা যাচ্ছেন, এমন সময় পাহারাদারদের মধ্যে কয়েকজন শহরে গিয়ে যা-কিছু ঘটেছে, তার সমস্তই প্রধান ইমামদের জানালো। (১২)তারা বুজুর্গদের সাথে একত্রিত হয়ে ষড়যন্ত্র করলেন এবং সৈন্যদের প্রচুর টাকা দিয়ে বললেন, (১৩)"তোমরা বলো, 'রাতের বেলা আমরা যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন তার সাহাবিরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।'

(১৪)গভর্নরের কানে যদি একথা পৌঁছায়, তাহলে আমরা তাকে বুঝিয়ে তোমাদেরকে সমস্যামুক্ত করবো।" (১৫)সুতরাং তারা সেই টাকা নিলো এবং তাদের নির্দেশমতো কাজ করলো। আর একথা ইহুদিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো এবং আজো তা প্রচলিত আছে।

(১৬)এদিকে এগারোজন হাওয়ারি গালিলে এসে সেই পাহাড়ে গেলেন, যেখানে হযরত ইসা আ. তাদের যেতে বলেছিলেন। (১৭)তাঁকে দেখে তারা নতজানু হয়ে তাঁকে সম্মান জানালেন। কয়েকজন সন্দেহ করলেন।

(১৮)হযরত ইসা আ. কাছে এসে তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, "বেহেস্ত ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমাকে দেয়া হয়েছে। (১৯)অতএব, তোমরা যাও এবং সমস্ত জাতিকে আমার উম্মত করো। আল্লাহ, তাঁর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন ও আল্লাহর রুহের নামে তাদের বায়াত দাও। (২০)এবং আমি তোমাদের যেসব হুকুম দিয়েছি তা তাদের আমল করতে শেখাও। আর মনে রেখো, কেয়ামত পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সাথে সাথে আছি।"